সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব: একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, নাট্যকলা ও সংস্কৃতির সকল শাখার পরিপূর্ণ বিকাশও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ, লোকজ সংস্কৃতির প্রসার, শুদ্ধ সংগীত এবং নাট্যকলার চর্চা, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীতের ব্যাপক প্রসার, ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন, গণগ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্যও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১.২ Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস, যেমনঃ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন, একুশে ফেব্রুয়ারি-আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, একুশে পদক প্রদান, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনে এ মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

২.০ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় সংস্কৃতিনীতি-২০০৬ সহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে সর্বস্তরের জনগণের জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ২৩, ২৩(ক) ও ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল উন্নয়ন ও বিকাশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে নারীর প্রতি সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী পুরুষের সমসুযোগ লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১০.২: বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি প্রবর্ধণ বিষয় উল্লেখ আছে। জাতীয় সংস্কৃতি নীতি-২০০৬ এর মূলনীতিতে “এই ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগণের হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং দেশে বসবাসকারী সকল জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ, জাতীয় সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন, এর অবক্ষয়রোধ

এবং জাতীয় উন্নয়নে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠু উন্নয়ন, প্রচার ও ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দেশে বসবাসকারী সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ” বিষয়সমূহ বিবৃত আছে।

৩.০ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী উন্নয়নে গৃহীত প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ

- **মাতৃভাষাসহ দেশজ সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়ন:** জেলা-উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ, পাঠাগার সম্প্রসারণ, বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে লোকজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এবং মেলার আয়োজন, জাতীয়ভাবে পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ) উদযাপন, একুশে বইমেলাসহ অন্যান্য বইমেলা আয়োজন এবং বিদেশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যকলা, চারুকলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান আয়োজন, প্রদর্শন, গবেষণা-প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ, এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারুকলাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী জনগোষ্ঠী শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ লাভ করছে।

- **হাজার বছরের ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্ম বিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখা:** পর্যটক আকর্ষণের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন, সমকালীন চিত্রকর্ম যথাযথ সংস্কার, সংরক্ষণ, উন্নয়ন, প্রদর্শনী এবং জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং সেগুলো প্রিন্ট ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। এসব কার্যক্রমে নারী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করবে। শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ মেলায় অংশগ্রহণ নারীর মানসিক বিকাশ এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এসব কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ।

- **জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা:** অনলাইনসহ (ই-বুক) অন্যান্য লাইব্রেরি সেবা প্রদান, সৃজনশীল প্রকাশকদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বই সংগ্রহ, ক্রয় এবং বিভাগ-জেলা পর্যায়ে বই পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন, সরকারি-বেসরকারি পাঠাগারের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নসহ পাঠাগারে বইপড়ার সুযোগ লাভের মাধ্যমে নারীর মানসিক বিকাশ, বুদ্ধি বৃত্তিক চেতনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।

৪.০ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
১	মাতৃভাষাসহ দেশজ শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও প্রসার	জেলা-উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সাংস্কৃতিক চর্চা, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে লোকজ শিল্প-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কাজে অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার সুযোগ লাভ করবে। তাছাড়া, অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণের কারণে দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন, সচেতনতা, মানসিক বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক কল্যাণ হবে-যা নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। বিগত কয়েক বছর থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দুস্থ নারী সংস্কৃতিসেবীকে ভাতা প্রদান করা হয়। অসচ্ছল নারী সংস্কৃতিসেবীগণ আর্থিক সহায়তা পেলে তাদের

ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ	নারী উন্নয়নের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)
১	২	৩
		পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন ঘটবে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় নারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্টল বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৮০ জন নারীকে লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে নারীর আত্নবিশ্বাস, ক্ষমতা, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে
২	হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন	লোকজ ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ, মেলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং মানসিক বিকাশ ঘটবে। লোকজ ও কারুশিল্প প্রশিক্ষণ তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বাবলম্বী হওয়ার সহায়তা করবে। ফলশ্রুতিতে তা নারীর দারিদ্র্য নিরসন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

দপ্তর/সংস্থা	কর্মকর্তা				কর্মচারী			
	২০২০-২১		২০২১-২২		২০২০-২১		২০২১-২২	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
সচিবালয়	৪৪	১৬	৪৫	১৪	৩২	৬	৩২	৬
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর	৫০	২৪	৪৯	২৭	২৮৭	৫৭	২৮৪	৫২
কবি নজরুল ইনস্টিটিউট	৪	-	৪	-	৪৪	৯	৪৪	৯
বাংলা একাডেমি	৭৮	২৯	৮২	৩৪	১৬২	২৭	১৪৫	২১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি	৩	-	৩	-	৭	৩	৭	৩
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি	৫	২	৫	২	১০	১	১০	১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা	৩	-	৩	-	৬	৪	৫	৩
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	৬	-	৬	-	৪৮	৪	৫৪	৩
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	৭	৩	৬	৩	২৯	১২	২৯	১২
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	৪৭	১৩	৪৯	১৩	২৫৮	৪১	২৬৩	৪৫
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি, মৌলভীবাজার	১	-	১	০	৭	১	৭	১
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার	১	-	১	-	৭	২	৭	২
বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস	৩	২	২	২	২৮	৬	২৭	৬
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	১৩	১	১২	১	৭৯	২৪	৭৫	২১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান	৬	-	৬	-	১৫	-	১৪	-
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	৪৭	১৩	৩০৪	৩৮	৩০২	৪৮	৪২	১১
ওসমান জাদুঘর	১	-	১	-	৭	-	৭	-

দপ্তর/সংস্থা	কর্মকর্তা				কর্মচারী			
	২০২০-২১		২০২১-২২		২০২০-২১		২০২১-২২	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
সচিবালয়	৪৪	১৬	৪৫	১৪	৩২	৬	৩২	৬
জিয়া জাদুঘর	৭	১	৭	১	৩৪	১	৩৪	১
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	৮৮	৫০	৮৮	৫০	৩৮৬	৩৩	৩৮৪	৩৪
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	৩	১	৩	১	৪	০	৪	০
সর্বমোট	৪১৭	১৫৫	৬৭৭	১৮৬	১৭৫২	২৭৯	১৪৭৪	২৩১

৫.২ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২১-২২			সংশোধিত ২০২০-২১			বাজেট ২০২০-২১			প্রকৃত ২০১৯-২০		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৬৭৮০৬৪	২২৯৮১৬	৩৩.৮৯	৫৯৩৫০০	২০৩৭৫১	৩৪.৩৩	৬০৩৬৮১	১৯৮৫৮৭	৩২.৯	৪৬০১৬০	১৫১৩৭৪	৩২.৯
মন্ত্রণালয়ের বাজেট	৬৩৬.৯	১৫২.৪৩	২৩.৯৩	৫৭৮.৮৯	১৪৫.৫৯	২৫.১৫	৫৮৭.১২	১৩৬.৬৪	২৩.২৭	৪৬৮.৩৫	৯৩.৪১	১৯.৯৪
উন্নয়ন বাজেট	২৪৭.৩৪	৫৪.৯১	২২.২	২১১.৪৫	৫৭.৯৬	২৭.৪১	২২০.৩৮	৪৪.৪৪	২০.১৭	১৬০.২২	৫৬.৩৬	৩৫.১৮
পরিচালন বাজেট	৩৮৯.৫৬	৯৭.৫৩	২৫.০৪	৩৬৭.৪৪	৮৭.৬৩	২৩.৮৫	৩৬৬.৭৪	৯২.১৯	২৫.১৪	৩০৮.১৩	৩৭.০৫	১২.০৩

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৬.০ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র:

৬.১ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র:

ক্র. নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
১.	জেন্ডার সংবেদনশীল নয় এমন ধরণের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা না করা হয়, সে লক্ষ্যে একটি আচরণবিধি বা পেশাগত নীতিমালা বা স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ লক্ষে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬ অধিকতর হালনাগাদ করা;	জাতীয় সংস্কৃতি নীতি হালনাগাদ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতিমধ্যে একাধিক সভায় মিলিত হয়েছে। হালনাগাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
২.	নারীর প্রতি সহিংস হতে প্ররোচিত করে এমন ধরনের অনুষ্ঠান যাতে না হয় সে বিষয়ে উপযুক্ত নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে;
৩.	সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নারী লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের রচনা এবং সৃষ্টিকর্ম প্রচার ও প্রসারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা;	সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে নারী লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে গত ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩জন বিশিষ্ট নারীকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
৪.	জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পাঠাগার স্থাপন এবং পাঠাগারে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে	ইতোমধ্যে পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে;

ক্র. নং	বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
	নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ;	
৫.	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রচার অভিযান পরিচালনা করা;	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
৬.	সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে কন্যা শিশুদের স্কুল পর্যায়ে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্কুলের পরিবেশ সংস্কৃতিবান্ধব করা;	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংস্কৃতি চর্চা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ মুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৩৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের মাধ্যমে সংস্কৃতি চর্চা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে;
৭.	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে নারী উন্নয়নে সাংস্কৃতির উপাদানসমূহের লালন, বিকাশ সাধন ও যথাযথ উন্নয়নের জন্য সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারু-কলাসহ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	নারী উন্নয়নে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন উপাদানসমূহের লালন, বিকাশ সাধন ও যথাযথ উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারুকলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;
৮.	বাংলা একাডেমির মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাহিত্য চর্চা, গবেষণা কার্যক্রমে সুযোগ সৃষ্টি;	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নারীদের অবদান বৃদ্ধি ও চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের ০৩ (তিন) জন বিশিষ্ট নারীকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
৯.	দুঃস্থ ও অসহায় এবং অসচ্ছল নারী শিল্পীদের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।	দুঃস্থ ও অসহায় এবং অসচ্ছল নারী শিল্পীদের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

৬.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:

- সংস্কৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বিগত তিন বছরে ৬৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬ জন (২৫.৪%) প্রতিভাবান নারীকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। এর মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সংশ্লিষ্ট নারীরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাবেন এবং দেশের কল্যাণে কাজ করবেন। এছাড়া, উল্লিখিত তিন বছরে ১১৪৭০ জনের মধ্যে ২২৯৫ জন (২০.০১%) নারী সংস্কৃতিসেবীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ফলে, নারী সংস্কৃতিসেবীদের দারিদ্র্য নিরসনে এটি ধনাত্মক প্রভাব ফেলবে। দারিদ্র্য নিরসনের পাশাপাশি এ অনুদান নারীর আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে;

- জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত গণগ্রন্থাগারসমূহের বৈশ্বিক মহামারির কারণে বিগত তিন বছরে মোট প্রায় ১ লক্ষ ৫ হাজার নারী পাঠক সেবা গ্রহণ করেছে। তবে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে এ সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তাছাড়া আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ২১৩২ জনকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে উঠছে-যা একটি স্বাবলম্বী জাতি হয়ে গড়ে উঠতে বাংলাদেশকে সক্ষম করছে;

- বিগত তিন বছরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি, সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা, চারুকলা ও ভাষা বিষয়ে প্রায় ৫২৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ৩৭৭টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর

সাংস্কৃতিক চর্চায় পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণের হার বেশি বিধায় এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর অগ্রগতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা সহজতর হচ্ছে;

- নিয়মিতভাবে জাতীয় ও ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিবছর ৬৪ জেলায় স্বপ্ন ও দ্রোহের নাটক এবং সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা হয়। দেশ-বিদেশে নিয়মিত আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা, বিজয় উৎসব, স্বাধীনতা উৎসব, বিভিন্ন মণীষী ও গুণীজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন, রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মবার্ষিকী উৎসব, বাংলা নববর্ষ উৎসব এবং মাসব্যাপী চারু ও কারুশিল্প ইত্যাদি মেলায় মূলত নারীদের অংশগ্রহণ বেশি থাকে। বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা আর্থিকভাবে যেমন উপকৃত হচ্ছে, তেমনি এ অংশগ্রহণ নারীদের মানসিক বিকাশেও বিরাট ভূমিকা রাখছে;

- সাংস্কৃতিক চুক্তি বাস্তবায়নের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে বিদেশে কোনো সাংস্কৃতিক দল প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৯টি সাংস্কৃতিক দল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সাংস্কৃতিক কর্মী অন্তর্ভুক্ত থাকেন। এর মাধ্যমে নারীরা তাদের সৃজনশীল মেধা এবং দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান-যা নারীর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করছে।

৬.৩ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা :

অদম্য নারী

মিজ কাজল চৌধুরী দুর্গম পাবর্ত্য জেলা খাগড়াছড়িতে বসবাসরত এক জন নারী শিল্পী। তিনি মূলত: একজন দেশাত্নবোধক গানের শিল্পী। তাঁর ২ (দুই) ছেলে ও ১ (এক) মেয়ে সকলেই বিবাহিত। তাঁর স্বামী গত ৯ (নয়) বছর আগে মারা গিয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি বর্তমানে বড় ছেলের সাথে বসবাস করেন। তিনি এক সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। বয়সের কারণে এখন আর কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। তাছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কিছুটা আর্থিক সমস্যায় পড়েন। তিনি বর্তমানে বয়সজনিত কারণে নানারকম অসুখে আক্রান্ত। এ কারণে ঔষধের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। উপার্জনক্ষম একমাত্র ছেলের ওপর এটি একটি বাড়তি চাপ তৈরি হচ্ছে। বিগত ৮(আট) বছর যাবত তিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় সংস্কৃতিসেবী হিসেবে ভাতা পাচ্ছেন। ভাতার পরিমাণ কম হলেও এটি তাঁর চিকিৎসায় অনেক উপকারে আসছে বলে তিনি জানান। তিনি জানান এই ভাতা না পেলে তিনি হয়তোবা ঔষধসহ বিভিন্ন চিকিৎসা হতে বঞ্চিত হতেন। বর্তমান জীবন সংগ্রামে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে মাসিক ১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা ভাতা তাঁর জন্য বেশ সহায়ক হয়েছে। তিনি আরো জানান এ ভাতা অনেক সংস্কৃতিসেবীদের নানাবিধ উপকারে আসছে। তিনি এ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

৭.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ

- নারীবান্ধব সাংস্কৃতিক অঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

- বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্য কর্মের বিষয় ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ট্যাবুর কারণে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম।

- জেলা-উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী জনগোষ্ঠীর শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীদের আশানুরুপ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়নি।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

- জেন্ডার সংবেদনশীল নয় এমন ধরণের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা না করা হয়, সে লক্ষ্যে একটি আচরণবিধি বা পেশাগত নীতিমালা বা স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ লক্ষে জাতীয় সংস্কৃতি নীতি ২০০৬ অধিকতর হালনাগাদ করা;
- নারীর প্রতি সহিংস হতে প্ররোচিত করে এমন ধরনের অনুষ্ঠান যাতে না হয় সে বিষয়ে উপযুক্ত নিবৃত্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে নারী লেখক ও সংস্কৃতিসেবীদের রচনা এবং সৃষ্টিকর্ম প্রচার ও প্রসারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা;
- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পাঠাগার স্থাপন এবং পাঠাগারে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে নারীর অংগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ;
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রচার অভিযান পরিচালনা করা;
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে কন্যা শিশুদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নিমিত্ত স্কুল পর্যায় থেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা/প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্কুলের পরিবেশ সংস্কৃতিবান্ধব করা;
- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে নারী উন্নয়নে সাংস্কৃতির উপাদানসমূহের লালন, বিকাশ সাধন ও যথাযথ উন্নয়নের জন্য সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারু-কলাসহ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বাংলা একাডেমির মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাহিত্য চর্চা, গবেষণা কার্যক্রমে সুযোগ সৃষ্টি;
- দুঃস্থ ও অসহায় এবং অসচ্ছল নারী শিল্পীদের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- দুঃস্থ ও অসহায় এবং অসচ্ছল নারী শিল্পীদের ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা।